এক বাসা বাড়ির অলৌকিক কাহিনি

কমল আচার্য

তপনদের বাড়ির মতো এত আশ্চর্য বাড়ির কথা আমি আগে কখনও শুনিনি। শান্তিনগরের মেইন রাস্তার উপর সাদামাটা একটা দোতলা বাড়ি, বাড়ির সামনে বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে ফুলের বাগান। উঁচু পাঁচিল। বাড়ির দুদিকে রাস্তা। বাড়ির ওপর তলায় থাকে তপনের ফ্যামিলি। ওর মা, স্ত্রী আর এগারো বছরের ছেলে সৌম্য। নীচের তলায় থাকে ভাড়াটে। তপনকে আমি চিনি অনেক বছর। দারুণ গিটার বাজায়। ফটোগ্রাফিতেও ওর ভীষণ ইন্টারেস্ট। কিন্তু জানতাম না ওর বাড়ির বিশেষত্ব। ও আমাকে কোনোদিন বলেনি। আসলে বলার দরকার হয়নি।

আমাদের পুরোনো জোড়াতালি-দেওয়া বাড়িটা ভাঙা হবে। প্রথমে ভেবেছিলাম, বোনের বিয়েটা হলে গেলে তারপর নতুন বাড়িতে হাত দেব। কিন্তু বছরের পর বছর ঘুরে গেল একটা সম্বন্ধও টিকল না। আমার ধারণা আদ্যিকালের ভাঙাচোরা বাড়িটাই এ জন্য দায়ী। পলেস্তরা খসা, ইট বেরিয়ে-যাওয়া দেওয়াল, ভাঙা এসবেস্টারের চাল এসব দেখে পাত্রপক্ষের ফাস্ট ইম্প্রেশনটাই নষ্ট হয়ে যায়। তা ছাড়া ছন্দা ভীষণই সাদামাটা চেহারা, কোনো ঔজ্জ্বল্য নেই। ওর পোশাকও অনুজ্জ্বল। হতাশ হয়ে শেষপর্যন্ত ঠিক করলাম বাড়িটা তো আগে হোক। বিয়ে ব্যাপারটা পরে দেখা যাবে। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে আমি কাজ শুরু করলাম। এখন কাছাকাছি একটা ভাড়া বাড়ির দরকার, সাত-আট মাসের জন্য। খোঁজ করতেই তপনজ্যোতির বাড়িটা পেয়ে গেলাম। কিছুদিন আগেও এর বাড়ির নীচতলায় ভাড়াটে ছিল। লোকটা ভাড়া বাড়ি ছেড়ে স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে গেছে। কথায় কথায় তপন জানাল, ওদের বাড়ির নীচ তলাটা খুব পয়া। যে-ভাড়াটে ওদের বাড়ি ঢোকে, বাড়ি ছাড়ার আগে সেই ভাড়াটের ইচ্ছে পূরণ হবেই। এ পর্যন্ত সাতজন ভাড়াটে ওদের বাড়ি থেকেছে। প্রত্যেকের ইচ্ছেপূরণ হয়েছে। কারও নতুন বাড়ি হয়েছে, কারও দূরারোগ্য ব্যাধি ভালো হয়েছে, কারও ভালো চাকরি হয়েছে, কারও পছন্দমতো জায়গায় বদলি হয়েছে। এরকম কাজও হয়েছে, যা-স্বপ্নেও ভাবা যায়নি। ওর মুখ থেকে সবটা শুনে আমি রীতিমতো মুগ্ধ। আমার মনে হচ্ছিল, এবার আমার ভাগ্য খুলে যাবে। নিশ্চয়ই ভালো কিছু ঘটবে।

বাড়ি এসে মাকে সব বললাম। মা বলল, দ্যাখ, সত্যি যদি ছন্দার বিয়েটা এবার হয়। অনেক তো চেষ্টা করছিস। তোর জন্যও আমার চিন্তা হয়। বয়েস তো বেড়ে যাচ্ছে। বোনের বিয়েটা হয়ে গেলেই আর দেরি না করে তোর বিয়েটা দিয়ে আমি নিশ্চিন্তে যেতে চাই।

বাবা মারা গেছেন আমি যখন স্কুলের ছাত্র। মাত্রই ক্লাস নাইনে পড়ি। ওই বয়েস থেকে সংসারের দায়দায়িত্ব সব আমার কাঁধে। আমি, বোন আর মা। বাবার পেনশনের টাকায় তিনটে মানুষের সংসার কোনোরকমে টেনেটুনে চালিয়েছি। মা সবকিছুতেই আমার উপর নির্ভরশীল। ভাগ্য ভালো যে, গ্র্যাজুয়েশনের পরেই ব্যাঙ্কে চাকরিটা পেয়ে গেছি। বোনকে পড়িয়েছি। ও এম.এ., বি.এড. করে একটা কলেজে পার্ট টাইম চাকরি করছে কিছুদিন হল। পড়াশুনোয় ও বরাবর ভালো। এম.এ.-তেও ওর ফার্স্ট ক্লাস ছিল। কিন্তু বোনটা আমার কালো, রোগা আর উপরের দাঁত উঁচু, পাঁচ তিন উচ্চতা। বিয়ের বাজারে যে কোনো পাত্রীকে হতে হয় গৌরবর্ণা, প্রকৃত সুন্দরী, শিক্ষিতা। ও গৌরবর্ণা নয়, প্রকৃত সুন্দরীও নয়। চিঠি পড়ে অনেক ভালো ভালো সম্বন্ধ এসেছিল ওর। কিন্তু মেয়ে দেখে যাবার পর কেউ আর কোনো খবর দেয়নি।

ছন্দার বয়েস এখন আঠাশ। আমার পঁয়ত্রিশ। চার বছর ধরে লাগাতার বোনের বিয়ের জন্য চেষ্টা করতে করতে আমি হতাশ। এদিকে আমার যে বয়েস হয়ে যাচ্ছে, সেকথা কেউ বলে না। বন্ধুদের কয়েক জন অবশ্য বলেছিল, তুই সাফার করবি কেন? বোনেরা বিয়েটা তো তোর হাতের মুঠোয় নেই। যখন হবার ঠিক হবে। তুই বিয়ের জন্য মেয়ে দ্যাখ। আমাদেরও বলতে পারিস। ভালো মেয়ের সন্ধান আছে।

আমি কোনো উৎসাহ দেখাইনি। কারণ আমার একটা গোপন ভীরু-ভালোবাসা আছে। আজকের ছেলেমেয়েরা যাকে প্রেম বলে সেরকম মাখোমাখো নয়। আবার দূর থেকে শুধু চিঠি দেওয়া-নেওয়া বা দৃষ্টি বিনিময় করা সেরকমটাও নয়। কাবেরীর সাথে আমার সম্পর্ক বেশ সহজ-সরল। শহরের একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ও সায়েন্স টিচার, বেশ ব্যক্তিত্বময়ী। আমার আবেগ-অনুভূতিকে ও গুরুত্ব দেয়। আমার মনের কথা হয়তো ও বুঝতে পারে। আমরা দুজনে তথ্যকেন্দ্রে সিনেমা দেখেছি। ভাগ করে ঝাল-মুড়ি খেয়েছি, বাদামভাজা, ফুচকা এসব খেয়েছি। একসাথে অনেকটা রাস্তা হেঁটেছি। সিনেমা-সাহিত্য-রাজনীতি বিষয়ে কথা বলেছি। সবকিছু বন্ধুর মতো।

আজ পর্যন্ত ওকে আমার মনের ইচ্ছের কথা পরিস্কার করে কিছু বলিনি। মানে বলতে পারিনি। একটা বিশেষ কারণে। তাই ওর দিক থেকেও কোনো ইঙ্গিত পাইনি। হয়তো ও ওর মতো করে কিছু বলেছে যা আমি ধরতে পারিনি। সবকিছুর জন্য দায়ি সেই বিশেষ কারণ।

কাবেরীর সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছিল কলেজপাড়ার উজ্জ্বল মুখার্জির। ও ছিল আমাদের ক্লাসের ফার্স্টবয়। পরিবারে একমাত্র ছেলে। বর্তমানে নামী একটা কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার। বাইশ লাখ টাকা প্যাকেজের চাকরি। কর্মস্থল ভুবনেশ্বর। ওদের বিয়েটা হয়েই যেত। হঠাৎ উজ্জ্বলের বাবা মারা গেলেন স্ট্রোকে। বিয়েটা হল না। উজ্জ্বলের মা এতে অমঙ্গলের ছায়া দেখলেন। মৃত্যুর একবছর পার হয়ে গেলেও ওদের দুই পরিবারের সম্পর্কের ভাঙন রোধ করা যায়নি। ভাঙা-মন নিয়ে উজ্জ্বল এরপর চলে গেছে ভুবনেশ্বর।

তারপরে অনেকবার ও এসেছে এই শহরে। আমার সাথে দেখা হয়েছে। অনেক গল্প হয়েছে দুজনে। ওকে আমি

আমাদের ভাঙা বাড়িতে নিয়ে এসেছি। ও কোনোদিন কাবেরীর প্রসঙ্গ তোলেনি আমার কাছে। একদিন কথায় কথায় ওকে বলেছিলাম, কাবেরীর বাড়ি থেকে আর কোনো অনুরোধ আসেনি? ও প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, আমি কিচ্ছু জানি না।

দিনকয়েক আগে ও নিজেই আমাদের ভাড়া বাড়িতে এসে উপস্থিত, কি রে শুনলাম বাড়ি করছিস? খোঁজ নিয়ে জানলাম তপনজ্যোতির বাড়িতে ভাড়া এসেছিস। তাই চলে এলাম। মাসিমা কেমন আছে, বাবু কেমন আছে?

সেদিন ওর সাথে অনেক গল্প হল। ওকে দেখে আমার ভেতর একটা গোপন প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বলেছিলাম, তুই বিয়ে করছিস না কেন? তোর মায়ের বয়েস হয়েছে। একা একা থাকে। দুজনেরই অসুবিধে। সবচেয়ে বেশি অসুবিধে বোধহয় তোর মায়ের। ও বলেছিল, হ্যাঁ, লোকাল মেয়ে বিয়ে করলে অবশ্য মায়ের কিছুটা সুবিধে হয়। কিন্তু মায়ের মনের অবস্থা ভালো নয়। বাবা চলে যাবার পর মা সংসারের ব্যাপারে কিছুটা উদাসীন হয়ে পড়েছে। আমাকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। মাকে দেখাশোনার জন্য কাজের মেয়ে আছে একটা, আর আমার এক মাসি থাকে হাকিমপাড়ায়। মাসির দুই মেয়ে। ওরা এসে মাঝেমাঝে থাকে মায়ের কাছে।

হঠাৎ উজ্জ্বল বলল, বুবুর ফুল গাছের শখ এখনও আছে? বাগানে দেখলাম অনেক রেয়ার ফুল গাছ। ও লাগিয়েছে নিশ্চয়ই। হেসে বললাম, তোর এখনও মনে আছে ওসব? বাগানটা দেখাশোনা করেন তপনের মা। বুবু মাঝেমাঝে নার্সারি থেকে চারা কিনে আনে।

আমাকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। কথাটা বলে উজ্জ্বল কী বোঝাতে চেয়েছিল সেদিন? ও কাবেরীর জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করবে? নাকি ওর মায়ের মনের পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করবে? অথবা, ওর মা আবার বলবেন, খোকা এবার তুই তোর পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে কর? অথবা, আমরা তোর জন্য পাত্রী দেখছি।

একবার বিয়ে ভেঙে যাবার পর কাবেরীদের বাড়ির লোকজনই বা কী বলছে? পাত্র হিসেবে উজ্জ্বল সত্যি দারুণ। ওর মতো ছেলে পেলে যে কোনো মেয়ের বাবা-মাই উৎসাহী হবে। কাবেরীরও অমত থাকার কথা নয়। কিন্তু মেয়েদের মনের কথা নাকি স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবও জানেন না। আমি তাই কখনই ওকে এই বিষয়টি নিয়ে কোনো প্রশ্ন করিনি।

দুই

ভালো একটা দিন দেখে তপনের বাড়ির নীচ তলায় শিফট করে গেলাম। পঞ্জিকা দেখে মা দিনটা ঠিক করেছিল। মা বলল, বাড়িটা সত্যি বড়ো খোলামেলা। এত আলো বাতাস, সামনে কী সুন্দর বাগান। ভাড়াটে যাবার পর তোর বন্ধু বোধহয় ভেতরটা রং করিয়েছে। মেঝেটাও কেমন ঝকঝক করছে।

মা যেমন খুশি, ছন্দাও ভীষণ খুশি। ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুপাশে রাস্তার লোক চলাচল দেখছিল। এদিকটায় রিক্সা কম, প্রচুর অটো। ও বলল, ভালোই হল। আমি বাড়ির সামনে থেকে অটো ধরে কলেজে যাব। আর আমি খুশি, কারণ আমার অনেকদিনের ইচ্ছেপূরণ হবে। বোনের বিয়েটা দিতে পারলে আমি মুক্ত। তখন আমি নিশ্চয়ই সাহসী হয়ে উঠতে পারব। কাবেরীকে সরাসরি বলতে বাধা থাকবে না।

সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে যেন, অপ্রাকৃত কিছু ঘটতে চলেছে এই বাড়িতে। মনের কথাটা গোপন করতে না পেরে একদিন রাত্রিবেলা খাওয়াদাওয়ার পর তপনকে ছাদে ডেকে নিয়ে এলাম। বললাম, তোর কথাটা বোধহয় সত্য হতে চলেছে। মনে হচ্ছে বোনের বিয়েটা এবার লেগে যাবে। তারপর থেকে বিস্তারিত জানালাম। তপন খুশি হল। বলল, বোনের বিয়েটা হয়ে গেলেই তুই আর দেরি করিস না। মেয়েটেয়ে দেখেছিস? নাকি আমি দেখব? আমার জানা একজন সুন্দরী মেয়ে আছে। দারুণ গান গায়। রেডিয়ো আর্টিস্ট। খবর দেব নাকি, বল।

আমি বললাম, সে পরে দেখা যাবে। একমাসের উপর হয়ে গেল, তোদের বাড়িতে আছি। একদিনও তোর গিটার শোনা হল না। শোনাবি নাকি এই চাঁদনি রাতে তোর হাতের জাদু? তপন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর সিগারেট ধরিয়ে হাতে দিয়ে বলল, তুই কয়েকটা টান দিয়ে নে। আমি গিটার নিয়ে আসছি।

ওদের ছাদটা মিয়মিত পরিস্কার করা হয়। আমি ছাদ থেকে নিঝুম চরাচর দেখছিলাম। আকাশে অল্প চাঁদের আলো। দূরের বাড়িগুলো মায়াবী লাগছিল। সিগারেটে টান দিতে ভুলে গিয়ে আমি সেদিকে তাকিয়ে থাকলাম।

আমার স্বপ্ন কি বাস্তব হতে চলেছে? এই বাড়িতে কি সত্যি অপ্রাকৃত সবকিছু আছে। তপনের ইচ্ছেপূরণের গল্প আমি, আমার বন্ধরা অনেকেই জানি। কিন্তু ওর বাড়িটা যে ইচ্ছেপূরণ বাড়ি সেটা জানতাম না। এখন বুঝতে পারছি, এই বাড়িতে যে কয়েক মাস বসবাস করবে তারই ইচ্ছেপূরণ হবে। গত বারো বছরে মোট সাতজন ভাড়াটে এই বাড়ির নীচ তলায় থেকে গেছে। তাদের প্রত্যেকের ইচ্ছেপূরণ হয়েছে। এবার আমার পালা।

তপন ফুড কর্পোরেশনে চাকরি পাবার পাঁচ বছর বাদে এই বাড়ি তৈরি করে। তখন গিটারিস্ট হিসাবে ওর ভীষণ নামডাক শহরে। অনেক ছেলেমেয়ে দুবেলা ওর কাছে শিখতে আসত। রেডিয়ো-টেলিভিশানে কিছু প্রোগ্রামও করে ফেলেছে। ওর বন্ধু অমিতাভের স্ত্রী শিপ্রা ওর কাছে গিটার শিখত নিয়মিত। তপন শিপ্রার প্রেমে পড়ে যায়। প্রেম এত গভীর হয়ে উঠেছিল যে, ও ঠিক করেছিল জীবনে আর বিয়েই করবে না। অমিতাভ চাকরি করত ব্যাঙ্কে। হঠাৎ শুনলাম ওর গলায় ক্যান্সার ধরা পড়েছে। ও চলে গেল মুম্বাই টাটা সেন্টারে চিকিৎসা করাতে। এর এক বছরের মাথায় শিপ্রার সাথে অমিতাভর ডিভোর্স হয়ে যায়। তরপরই তপন শিপ্রাকে বিয়ে করে।

তপন গিটার হাতে ফিরে এলো। একটা সিগারেট ধরিয়ে ওর হাতে দিয়ে বললাম, প্রথমে একটা রবীন্দ্র সংগীত। তারপর তোর ইচ্ছে মতন বাজা।

ও বাজাল, আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে। তারপর দুটো আধুনিক। গিটারের সুরের মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়ছিল চারপাশের আকাশে-বাতাসে। মন্ত্রমুগ্ধ আমি বললাম, তোর হাতে সত্যি জাদু আছে। তুই গানবাজনাটা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিস। এ লাইনে আর এগোলি না কেন? লেগে থাকলে অনেক বড়ো মাপের শিল্পী হতে পারতি। নামডাক ছড়াত, ক্যাসেট বের হত। আমরা গর্ব করতাম।

আমার কথা শুনে ও বোধহয় কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল। চশমা খুলে কাচ মুছল। বলল, তুই তো জানিস নীচ তলাটায় আমি গিটার শেখাতাম। শিপ্রাকে আমি ওখানেই গিটারে হাতে খড়ি দিয়েছি। ওকে স্ত্রী হিসাবে পাওয়া সত্যি আমার স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্ন সফল হয়েছে। ওকে না পেলে হয়তো আমার জীবন অন্যদিকে ঘুরে যেত। দোতলাটা করেছি আমার ছেলে সৌম্যর জন্মের পরে। সেই থেকে নীচ তলাটা ভাড়া দিয়েছি। কয়েক মাস পর একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিস দোতলায় উঠে আসার পরেই যেন জীবন সম্পর্কে আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়ে পড়েছি। কমপ্লিট স্যাটিসফেকশন যাকে বলে। ভেতরে আর কোনো আর্জ নেই। একজন মানুষের শিল্পী হয়ে ওঠার প্রাথমিক যে শর্ত সেটাই নেই। অথচ যা থাকা ভীষণ জরুরি। আসলে ছোটোবেলা থেকেই আমি চেয়েছিলাম বিরাট মাপের শিল্পী হতে। সে জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছি একসময়। নিয়মিত কলকাতায় যেতাম ক্লাস করার জন্য। রেওয়াজ করতে গিয়ে কখনও ফাঁকি দেইনি। মাস্টারমশাই বলেছিলেন, আমি নিশ্চয়ই একটা জায়গায় পৌঁছে যাবো। কিন্তু আমার জীবনে শিপ্রা এসে সব গোলমাল করে দিল। ভুলটা ওখানেই। আমার প্রায়রিটি লিস্টে শিপ্রা হয়ে গেল একনম্বর। জীবনের লক্ষ্য ছিল, শিল্পী হওয়া। সেটা হয়ে গেল দুই নম্বর।

—তাতে কী হয়েছে! এরকমটা অনেক শিল্পীর জীবনেই ঘটেছে। তুই আর চেষ্টা করিসনি?

তপন এবার সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকাল। ওর দৃষ্টিতে কেমন অস্বাভাবিকতা লক্ষ করলাম। ও বলল, তোকে বলেছিলাম একদিন, আমাদের বাড়ির নীচ তলাটা একটু অদ্ভুত। কয়েকমাস এখানে বাস করলে ইচ্ছেপূরণ হয়। দেখবি তোরও ইচ্ছেপুরণ হবে। কিন্তু একটা। একের বেশি ইচ্ছে কিছুতেই সাকসেসফুল হবে না। ও আবার চশমা খুলে কাচ মুছল। ওর চোখ দুটো কী ঝাপসা!

বললাম, তুই যদি তোর অ্যাম্বিশন নিয়ে আবার নীচে তলায় থাকতে শুরু করিস? তপন প্রায় ধমকের সুরে বলল, বললাম না এখানে একটা ইচ্ছেই পূর্ণ হবে। লজিক দিয়ে তুই এর কোনো ব্যাখ্যা পাবি না।

সেই রাত্রিতে আমি ভালো করে ঘুমোতে পারলাম না। তপনের অস্বাভাবিক দৃষ্টির কথা মাঝেমাঝেই মনে পড়ে যাচ্ছিল। আমার একটা ইচ্ছে, কেবলমাত্র একটাই ইচ্ছে সফল হতে পারে এই বাড়িতে। আন্তরিক ভাবে, প্রকাশ্যে মা-আমি সবাই চেয়েছিলাম বোনের বিয়েটা হোক। আর আমার মনের গহন গোপন কোনে যে ইচ্ছে, স্বপ্ন আছে, যা-একান্তভাবে আমার, সেই স্বপ্নের তবে কী হবে? কবরপ্রাপ্তি? শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন তপনের এই জীবনে সার্থক হয়নি। আমার গোপন ভালোবাসার কবরপ্রাপ্তি হলে আমি...। সেই রাতে স্বপ্ন দেখলাম, বুবু নতুন শাড়ি পরে, (বেনারসি শাড়ি কি) দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। কিছুতেই আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না। আমি জোর করতেই ও আমাকে ঠেলে ফেলে দিল। আমি গড়িয়ে গেলাম।

ইট-বালি-পাথর-সিমেন্ট-রড আর মিস্ত্রিদের নিয়ে কয়েকটা মাস কেটে গেল। অস্বাভাবিক দ্রুততায়। ছাদ ঢালাইয়ের জন্য কয়েকদিন ছুটি নিলাম অফিস থেকে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কাঠ কিনলাম। ছয়মাসের মধ্যে বাড়ি তৈরি প্রায় শেষ। এবার ঘরে রং হবে। মনটা বেশ খুশি খুশি। এরই মধ্যে বোনের বিয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকা হতে চলেছে। ছেলে রাজ্য বিদ্যুৎ বিভাগের সাব অ্যাসিসটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু কথাবার্তা শুরুতেই বোন বেঁকে বসল, কারণ ছেলে পণ হিসেবে পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়েছে। আমি খুশি মনেই ছেলের দাবি মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু বোনের জেদের কাছে হার মানলাম। পাত্রপক্ষ কিন্তু এই সম্বন্ধ বাতিল করল না। ওরা তিরিশ হাজারে নামল। তারপর বিনা পণেই বিয়ের কথা পাকা করতে চাইল।

আর দিনদিন পর আমরা এবাড়ি ছেড়ে নিজেদের নতুন বাড়িতে চলে যাব। গৃহপ্রবেশের দিন ঠিক করল মা। টেবিলের উপর থেকে বোনের নোট খাতাটা নিয়ে নিমন্ত্রিতদের লিস্ট করতে গিয়ে খাতার ভেতর একটা চিরকুট নজরে পড়ল। বুবু, তোমাকে নতুন করে আবিষ্কার করে ভীষণ ভালো লাগছে। সময়ের সাথে সাথে সম্পর্ক পাল্টায়। পাশে আছি, থাকব। হাতের লেখাটা ভীষণ চেনা চেনা। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছি না। বোনের ডাকনাম যে বুবু আমার ঘনিষ্ঠ দু-চারজন বন্ধু ছাড়া কেউ জানে না।

বুবুর প্রেমিক আছে, ও প্রেম করছে। এটা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তাই কি ও বিয়ে সম্বন্ধটা ভেস্তে দিল?

তপনকে কি আমি চিৎকার করে ডেকে বলব, তোদের বাড়িটা সত্যি আশ্চর্য।